শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অথর্ব্ববেদীয়া

শ্রীশ্রীচৈতন্যোপনিষৎ

কলিযুগপাবনাবতারী—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু

Digitization and Uploading by:
Hari Parshad Das (HPD) on 14 May 2016

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ

অথর্ব্ববেদীয়া

শ্রীশ্রীচৈতন্যোপনিষৎ

● মূল ঃ অথ পিপ্‌পলাদঃ সমিৎপাণির্ভগবন্তং ব্রহ্মাণমুপসন্নো ভগবন্ মে শুভং কিমত্র চক্ষস্বেতি।।১।।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরণামৃতং নাম ভাষ্যম্

পঞ্চতত্ত্বান্বিতং নত্বা চৈতন্যরসবিগ্রহম্।
চৈতন্যোপনিষদ্ভাষ্যং করোম্যাত্মবিশুদ্ধয়ে।।

অনাদ্যথর্ব্ববেদান্তর্গতৈষা সর্ব্বানন্দময়ী শ্রীচৈতন্যোপনিষদ্ বহির্ম্মুখজনানাং মায়ান্ধীভূতনয়নাগোচরত্বাদেতাবন্ন প্রকাশমগমৎ। ততঃ শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রেঽবতীর্ণে বিশুদ্ধভক্তানাং প্রযত্নেনাসৌ প্রচারিতা। ছন্নঃ কলাবিতি (ভাঃ ৭।৯।৩৮) ভাগবতন্যায়ানুসারেণ কলিযুগোপাস্যভগবচ্চৈতন্য দেববিষয়ে শাস্ত্রাণ্যপি ছন্নরূপাণীতি দুর্ভাগ্যবশাৎ কর্ম্ম-জ্ঞানমূঢ়ানামত্র ন বিশ্বাসো ভবতীতি ন চিত্রম্।

ভাষ্যম্

অথ প্রকৃতমনুসরামঃ। অথেতি—অনেকশাস্ত্রালোচনানেকোপাসনানন্তরং পিপ্পলাদো মুনিঃ স্বশ্রেয়ো বিবিদিষণ্ স্বগুরুমুপাগত্য চতুর্ম্মুখং সমিৎপাণিঃ পপ্রচ্ছ কেন মম শ্রেয়ঃ স্যাদিতি।।১।।

অমৃতবিন্দু-অনুবাদ

অনন্তর পিপ্পলাদ 'হে ভগবান! এ জগতে আমার শ্রেয়ঃ কি, বলুন'—এই প্রশ্ন লইয়া স্বীয় পিতা ভগবান্ ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলেন।।১।।

● মূল ঃ স হোবাচ! ভুয় এব তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শশ্বৎ রমস্ব মনো বশেতি।।২।।

ভাষ্যম্

চতুর্ম্মুখস্তমুবাচ। সম্বৎসরং ব্যাপ্য পুনরপি তপসা যোগাভ্যাসেন ব্রহ্মচর্য্যেণ চ বৈরাগ্যগতশুদ্ধাচারেণ কায়চিত্তয়োঃ শুদ্ধিমাচরন্নাগচ্ছেত্যুপদিদেশ।।২।।

অমৃতবিন্দু-অনুবাদ

ব্রহ্মা বলিলেন—তুমি দীর্ঘকাল তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য্যে রত হইয়া মনকে নির্জ্জিত কর।।২।।

● মূল ঃ স তথা ভূত্বা ভুয় এনমুপসদ্যাহ—ভগবন্ কলৌ পাপাচ্ছন্নাঃ প্রজাঃ কথং মুচ্যেরন্নিতি।।৩।।

ভাষ্যম্

স পিপ্পলাদস্তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ চ কায়চিত্তয়োঃ শুদ্ধিং বিধায় পুনর্গুরুসন্নিধাবাগত্য কলৌ স্বভাবতঃ পাপগতয়ঃ কথং জড়মুক্তিং লভেরন্নিতি পৃষ্টবান্।।৩।।

অমৃতবিন্দু-অনুবাদ

পিপ্পলাদ তদনুসারে শুদ্ধচিত্ত হইয়া পুনঃ পিতার নিকট আসিয়া বলিলেন—"ভগবন্! কলিযুগের পাপাচ্ছন্ন প্রজাগণ কি প্রকারে মুক্ত হইবে?"।।৩।।

● মূল ঃ কো বা দেবতা কো বা মন্ত্রো ব্রহীতি।।৪।।

ভাষ্যম্

ভো ভগবন! কলিদূষিতচিত্তানাং জীবনাং কো বা ভজনীয় ঈশ্বরঃ, কো বা ভজনমন্ত্রো মহ্যং কথয়েতি।।৪।।

অমৃতবিন্দু-অনুবাদ

'কলিযুগের উপাস্য দেবতা কে এবং ভজনমন্ত্রই বা কি—বলুন'।।৪।।

● মূল ঃ স হোবাচ। রহস্যং তে বদিষ্যামি, —জাহ্নবীতীরে নবদ্বীপে গোলোকাখ্যে ধাম্নি গোবিন্দো দ্বিভুজো গৌরঃ সর্ব্বাত্মা মহাপুরুষো মহাত্মা মহাযোগী ত্রিগুণাতীতঃ সত্বরূপো ভক্তিং লোকে কাশ্যতীত। তদেতে শ্লোকা ভবন্তি।।৫।।

ভাষ্যম্

স সর্ব্ববেদরহস্যবিদ্ ব্রহ্মা তমুবাচ—তে তুভ্যং তদ্রহস্যং বদিষ্যামি। জাহ্নবীতীরে প্রকটীভূতে সর্ব্বোৎকৃষ্টে গোলোকাখ্যে নবদ্বীপধাম্নি সর্ব্বত্মা সর্ব্বোষামাত্মা মহাপুরুষো মহাত্মা মহাযোগী চিচ্ছক্তিমান ত্রিগুণাতীতো মায়াতীতঃ সত্বরূপো বিশুদ্ধচিদ্রূপো ভগবান্ দ্বিভুজঃ শ্রীকৃষ্ণঃ শ্রীগৌরাঙ্গস্বরূপো ভূত্বা লোকে জগতি ভক্তিং প্রেমলক্ষণাং পরাং ভক্তিং প্রকাশয়িষ্যতি। বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দমিত্যেকাদশস্কন্ধে (ভাঃ ১১।৫।৩৩-৩৪) কলিযুগপাবন শ্রীভগবচ্চৈতন্যদেবস্য মহাপুরুষত্বং প্রতিপাদিতম্।।৫।।

অমৃতবিন্দু-অনুবাদ

ব্রহ্মা বলিলেন—এই পরম নিগূঢ় তত্ত্ব তোমাকে বলিব। সকলের আত্মস্বরূপ, মহাপুরুষ, পরমাত্মস্বরূপ মহাযোগী, ত্রিগুণাতীত, বিশুদ্ধসত্বময়, দ্বিভুজ শ্যামসুন্দর স্বয়ং জাহ্নবীতটস্থ গোলোকাখ্য নবদ্বীপধামে গৌরসুন্দররূপে অবতীর্ণ হইয়া জগতে ভক্তি প্রকাশ করিবেন। এই বিষয়ে এই শ্লোকসমূহ কথিত আছে।।৫।।

● **মূল ঃ** **একো দেবঃ সর্ব্বরূপী মহাত্মা**
গৌরো রক্ত-শ্যামল-শ্বেতরূপঃ।
চৈতন্যাত্মা স বৈ চৈতন্যশক্তি
র্ভক্তাকারো ভক্তিদো ভক্তিবেদ্যঃ।।৬।।

ভাষ্যম্

—স গৌররূপো মহাপুরুষঃ কদাচিৎ কৃতাদিযুগত্রয়ে রক্তঃ শ্যামঃ শুক্লবর্ণো ভবতীতি শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গত ইতি গর্গবচনাদিষু (ভাঃ ১০।৮।১৩) লক্ষ্যতে। স এব কলৌ ভক্তাকারঃ। কলিজীবানাং ক্ষিপ্রং মঙ্গলবিধানার্থায়াদৌ শঠকোপ-রামানুজ-বিষ্ণুস্বামি-মধ্বাচার্য্য-নিম্বাদিত্যাদীন্ ভক্তান্ জগতি প্রেরয়ন্ পরং গুহ্যং মধুররসবিবরং প্রেমাণং প্রদাতুমিচ্ছংশ্চ স্বয়মপি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাত্মকো ভক্তিবিগ্রহঃ সন্ পরমতীর্থীভূতায়াং গৌড়ক্ষিতৌ স্বীয়গোলোকধাম্না সহাবততারেতি রহস্যম্। ভক্তিবেদ্যো জীবানাং

ভকিতবৃত্তিপরিজ্ঞেয়ো ন তু শুষ্কজ্ঞানবৃত্ত্যা।।৬।।

অমৃতবিন্দু-অনুবাদ

একমাত্র পরম দেবতা সর্ব্বরূপী মহাপুরুষ গৌরচন্দ্র অন্য যুগত্রয়ে শ্বেত, রক্ত, শ্যামল রূপ ধারণ করেন। তিনিই চৈতন্যস্বরূপ, চিচ্ছক্তিমান্, ভক্তরূপী, ভক্তিদাতা ও ভক্তিবেদ্য।।৬।।

● **মূল ঃ** **নমো বেদান্তবেদ্যায় কৃষ্ণায় পরমাত্মনে।**
সর্ব্বচৈতন্যরূপায় চৈতন্যায় নমো নমঃ।।৭।।

ভাষ্যম্

চতুর্ম্মুখোঽপি স্বীয়মাধ্বসম্প্রদায়ং প্রতি তস্যাপারকৃপামালোচ্য তং চৈতন্যং নমস্করোতি নমো বেদান্তেতি।।৭।।

অমৃতবিন্দু-অনুবাদ

সেই বেদান্তবেদ্য শ্রীকৃষ্ণ, পরমাত্মা, সর্ব্বচৈতন্যস্বরূপ শ্রীচৈতন্যদেবকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার।।৭।।

● **মূল ঃ** **বেদান্তবেদ্যং পুরুষং পুরাণং**
চৈতন্যাত্মানং বিশ্বযোনিং মহান্তম্।
তমেব বিদিত্বঽতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।।৮।।

ভাষ্যম্

ভূয়ঃ সর্ব্ববেদান্তবচনানি বিমৃষ্য পিপ্পলাদং বদতি বেদান্তবেদ্যমিতি। স চৈতন্যো ভক্তবিগ্রহোঽপি বেদান্তবেদ্যঃ সাক্ষাচ্ছ্রীকৃষ্ণ এব। জীবনাময়নায় জড়জগৎ পরিত্যাগপূর্ব্বকং চিজ্জগৎ প্রবেশে শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রয়ং বিনান্যঃ পন্থা নাস্তি। শ্রীরামানুজাদিপ্রকাশিতেন দাস্যরসেন ন কদাচিৎ সম্যগয়নং ভবতীতি দাস্যা-দিরসসেবিনাং বৈকুণ্ঠপর্য্যন্তগতিরিতি তেষাং গ্রন্থাদৌ দ্রষ্টব্যম্। চৈতন্যস্য বিশ্বযোনিত্বাদ্ ব্রজরস-শিক্ষাবিষয় একমাত্র দেশিকত্বাচ্চ।।৮।।

অমৃতবিন্দু-অনুবাদ

বেদান্তবেদ্য, পুরাণ পুরুষ, চৈতন্যবিগ্রহ, বিশ্বকারণ, মহান্তস্বরূপ একমাত্র শ্রীচৈতন্যদেবকে জানিলে মৃত্যুর অতীত হওয়া যায়। মায়া অতিক্রম করিবার আর অন্য উপায় নাই।।৮।।

● মূল ঃ স্বনাম-মূলমন্ত্রেণ সর্ব্বং হ্লাদয়তি বিভুঃ।।৯।।

ভাষ্যম্

স্বনাম কৃষ্ণনাম, ন তু চৈতন্যনাম, উত্তরত্র হরিরিতি কৃষ্ণ ইত্যত্র বিরোধাৎ, তদ্রূপমূলমন্ত্রেণ; স বিভুঃ সর্বৈশ্বর্য্যমান্ প্রভুঃ, সর্ব্বং চরাচরমিতি।।৯।।

অমৃতবিন্দু-অনুবাদ

পমেশ্বর তিনি—স্বীয় নাম-মূলমন্ত্রের দ্বারা সকলকে আনন্দ দান করেন।।৯।।

● মূল ঃ দ্বে শক্তী পরমে তস্য হ্লাদিনী সম্বিদেব চ। ইতি।।১০।।

ভাষ্যম্

তস্য বিভোঃ শক্তিদ্বয়ং পরিচিতং—হ্লাদিনী সম্বিচ্চ। হ্লাদিন্যা ভক্তিপ্রেম-প্রচারেণ সর্ব্বং হ্লাদয়তি, সম্বিদা বিশুদ্ধ-বেদান্ত-সম্মত-ভগবজ্জ্ঞানপ্রচারেণ জীবহৃদয় গতানজ্ঞানতমঃস্বরূপান্ বিবিধ-ধর্ম্মাধর্ম্মানুচ্ছেদয়তি।।১০।।

অমৃতবিন্দু-অনুবাদ

তাঁহার দুইটি পরমা শক্তি—হ্লাদিনী অর্থাৎ আনন্দ স্বরূপিণী শক্তি, সম্বিৎ অর্থাৎ জ্ঞান স্বরূপিণী শক্তি।।১০।।

● মূল ঃ স এব মূলমন্ত্রং জপতি হরিরিতি কৃষ্ণ ইতি রাম ইতি।।১১।।

ভাষ্যম্

স গৌরস্বরূপঃ পরমেশ্বরঃ 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম

হরে রাম রাম রাম হরে হরে' ইতি মহাপ্রবলমূলমন্ত্রং জীবান্ শিক্ষয়ন্ জপতি।।১১।।

অমৃতবিন্দু-অনুবাদ

তিনি স্বয়ংই হরি-কৃষ্ণ-রাম অর্থাৎ 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে' —এই মূলমন্ত্র কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।।১১।।

● **মূল ঃ** **হরতি হৃদয়গ্রন্থিং বাসনারূপমিতি হরিঃ।**
কৃষিঃ স্মরণে তচ্চ ণস্তদুভয়মেলনমিতি কৃষ্ণঃ।
রময়তি সর্ব্বমিতি রাম আনন্দরূপঃ।
অত্র শ্লোকো ভবতি।।১২।।

ভাষ্যম্

নামত্রয়াণামর্থান্ বদতি হরতীতি। তত্ত্বতঃ কৃষ্ণদাসস্বরূপস্য জীবস্য তদ্দাস্যবিস্মৃতিজাতেতরবিষয়তৃষ্ণারূপা যা বাসনা স হৃদয়গ্রন্থিঃ। ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়া ইতি বেদ-ভাগবত-বচনানি (মুণ্ডক ২।২।৮, ভাঃ ১।২।২১) দ্রষ্টব্যানি। তং গ্রন্থিং হরতীতি হরিঃ। স্বরণীয়লীলো ভগবান্ ব্রজনাথঃ কৃষ্ণ ইতি যশোদাস্তনন্ধয়ে তমালশ্যামলত্বিষি কৃষ্ণ ইতি রূঢ়িরিতি সন্দর্ভবাক্যা-দন্যার্থেনালম্। সর্ব্বান্ রময়তীতি রামঃ। এতেন মন্ত্রেণ জীবস্য বদ্ধদশাত্যাগশ্চিন্ময়বৃন্দাবনলীলোপকরণত্বপ্রাপ্তিস্তদনন্তরং রাসাদিপরমরমণলাভ এবেতি চিন্তনীয়ম্।।১২।।

অমৃতবিন্দু-অনুবাদ

যিনি জীবের বাসনা-রূপ হৃদয়গ্রন্থি হরণ করেন তিনি —'হরি'। কৃষ্ ধাতু স্মরণার্থক, তাহার উত্তর নিবৃত্তি-বাচক ণ-প্রত্যয়,—এই উভয়ের মিলনে কৃষ্ণ-শব্দ; যাঁহার স্মরণে অশেষ-দুঃখনিবৃত্তি হয়, তিনি—'কৃষ্ণ'। যিনি সকলকে আনন্দ দান করেন, সেই আনন্দস্বরূপই—'রাম'। এই স্থলে এইরূপ শ্লোক আছে।।১২।।

● মূল ঃ মন্ত্রো গুহ্যঃ পরমো ভক্তিবেদ্যঃ।।১৩।।

ভাষ্যম্

ইদং মন্ত্ররহস্যং স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ইতি (ভাঃ ১।২।৬) ন্যায়ানুগত্যা লব্ধপরভক্তিকানামেব কেবলং জ্ঞেয়ং ন তু কর্ম্মজ্ঞান-মিশ্রাণাম্।।১৩।।

অমৃতবিন্দু-অনুবাদ

এই মহামন্ত্রই সর্ব্বসার, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও ভক্তিবেদ্য।।১৩।।

● মূল ঃ নামান্যষ্টাবষ্ট চ শোভনানি, তানি নিত্যং যে জপন্তি ধীরাস্তে বৈ মায়ামতিতরন্তি নান্যঃ। পরমং মন্ত্রং পরমরহস্যং নিত্যমাবর্ত্তয়তি।।১৪।।

ভাষ্যম্

এতন্মন্ত্রস্য ফলদত্বং সাধকানামপি দর্শিতম্। অস্য ষোড়শনামাত্মকমন্ত্রস্য নিরন্তরং জপেন সাধকা মায়াং জড়াভিভূততাং প্রকৃষ্টরূপেণ তরন্তি নান্যোপায়েন। নিত্যসিদ্ধা অপি মন্ত্রমিমং স্বধর্ম্ম-বশান্নিত্যমাবর্ত্তয়ন্তি।।১৪।।

অমৃতবিন্দু-অনুবাদ

এই আট আট ষোল নাম পরম সুন্দর; যাঁহারা সেই সকল নাম নিত্য কীর্ত্তন করেন, সেই সকল ধীর ব্যক্তিই মায়া উত্তীর্ণ হইতে পারেন, অপরে পারে না। নিত্যসিদ্ধ পুরুষগণও এই পরমসার মহামন্ত্র সর্ব্বদা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।।১৪।।

● মূল ঃ চৈতন্য এব সঙ্কর্ষণো বাসুদেবঃ পরমেষ্ঠী রুদ্রঃ শক্রো বৃহস্পতিঃ সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বাণি ভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ যৎকিঞ্চিৎ সদসৎ কারণং সর্বম্। তদত্র শ্লোকাঃ।।১৫।।

ভাষ্যম্

চৈতন্যভক্তানাং কিমন্যদেবাদিপূজনেনেত্যাহ চৈতন্যেতি।।১৫।।

অমৃতবিন্দু-অনুবাদ

শ্রীচৈতন্যদেবই সঙ্কর্ষণ, বাসুদেব; তাঁহা হইতেই ব্রহ্মা, রুদ্র, ইন্দ্র, বৃহস্পতি, সকল দেবতা, চরাচর সকল জীব, নিত্যানিত্য সকল বস্তু। তিনি সর্ব্বকারণ-কারণ। অতএব এই সম্বন্ধে এই সকল শ্লোক প্রসিদ্ধ।।১৫।।

● মূল ঃ যৎকিঞ্চিদসত্তুঙ্‌ক্তে ক্ষরং তৎ কার্য্যমুচ্যতে।।১৬

ভাষ্যম্

ইদং বিশ্বং ক্ষরমিতি কার্য্যরূপত্বাৎ।।১৬।।

অমৃতবিন্দু-অনুবাদ

যাহা কিছু অনিত্য কার্য্যরূপী ও ভোগ্য, তাহা অর্থাৎ এই জগৎ ক্ষর বলিয়া কথিত হয়।।১৬।।

● মূল ঃ সৎ কারণং পরং জীবস্তদক্ষরমিতীরিতম্।।১৭।।

ভাষ্যম্

জীব এব সৎ ক্ষরস্য কারণম্।স্বধর্ম্মবিস্মৃতিকত্বাৎ মায়য়া কর্ত্তাভিমানী অতঃ স এবাক্ষরঃ।।১৭।।

অমৃতবিন্দু-অনুবাদ

জীব, সৎ অর্থাৎ নিত্য, কারণবস্তু, ক্ষর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং অক্ষর বলিয়া কথিত।।১৭।।

● মূল ঃ ক্ষরাক্ষরাভ্যাং পরমঃ স এব পুরুষোত্তমঃ।
চৈতন্যাখ্যং পরং তত্ত্বং সর্ববকারণকারণম্।।১৮।।

ভাষ্যম্

ক্ষরং জগৎ, অক্ষরো জীবঃ। তয়োঃ পরং তত্ত্বং সর্ব্বকারণকারণরূপং চৈতন্যাখ্যং পুরুষোত্তমতত্ত্বম্। এতেন বৈদান্তিকতত্ত্বত্রয়মেব দৃঢ়ীকৃতম্।।১৮।।

অমৃতবিন্দু-অনুবাদ

যিনি ক্ষর ও অক্ষর উভয় বস্তু হইতেও শ্রেষ্ঠ, তিনিই পুরুষোত্তম। সেই সর্ব্বকারণকারণ পরতত্ত্বেরই নাম—শ্রীচৈতন্যদেব।।১৮।।

● মূল ঃ য এনং রসয়তি ভজতি ধ্যায়তি স পাপ্মানাং তরতি, স পূতো ভবতি, স তত্ত্বং জানাতি, স তরতি শোকম্। গতিস্তস্যান্তে নান্যস্যেতি।।১৯।।

ভাষ্যম্

যো ভক্ত এনং কৃষ্ণচৈতন্যং রসয়তি ব্রজগতশৃঙ্গাররসদাতৃত্বেন ভাবয়তি, ভজতি স্ব-স্বরূপ-স্বীকরণপূর্ব্বকং সেবতে, ধ্যায়তি ধ্যানং করোতি সোঽবিদ্যারূপং পাপ্মানং তরতি, তীর্ণঃ সন্ চিদ্ভাবপূতো ভবতি, তত্ত্বং শক্তি-শক্তিমতোরচিন্ত্যভেদাভেদরূপং তত্ত্বং জানাতি। স শোকং তরতীতি।।১৯।।

অমৃতবিন্দু-অনুবাদ

যিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকে প্রীতি করেন, তাঁহার সেবা ও ধ্যান করেন, তিনি অনর্থমুক্ত হন, তিনি পবিত্র হন, তিনি পরতত্ত্ব অবগত হন, তিনি শোকের অতীত হন, তাঁহার পরমগতি লভ্য হয়। সর্ব্বসদ্‌গতিরূপ শ্রীচৈতন্যে বিমুখ জনের গতি নাই।১৯।।

।। ওঁ হরিঃ শান্তিঃ।।

শ্রীচৈতন্যশতাব্দেঽস্মিন্ বেদাখ্যে বেদভাষ্যকম্।
কেদারেণ সুদীনেন নির্ম্মিতং জাহ্নবীতটে।।১।।
কৃপয়া মস্তকে তস্য চৈতন্যভজনপ্রিয়ৈঃ।
দীয়তাং সততং পাদরেণবঃ সর্ব্বশর্ম্মদাঃ।।২।।
সমাপ্তমিদং শ্রীশ্রীচৈতন্যচরণামৃতং
নাম শ্রীচৈতন্যোপনিষদ্ভাষ্যম্।

"ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ"

সম্বলপুরবাসী দাস শ্রামধুসূদন।
চৈতন্যোপনিষদ্ভাষা করিল রচন।।

অঅমৃতবিন্দু-অনুবাদ

সমাপ্ত